



## 75612 - বোবা ধরা কী?

### প্রশ্ন

আমরা অনেকে সময় “জাছুম” (বোবা ধরা) এর কথা শুনতে থাকি যত, সতে একটী জ্বনি; কটে নামায বা অন্য কোন ইবাদত ছেড়ে দলি সতে জ্বনি মানুষেরে বুকরে উপর চেপে বসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সুন্নাহ-তে এমন কছির উল্লেখ আছে ক? নাকি এটি কুসংস্কার ও রূপকথা?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

জাছুম হচ্চে কাবুস (বোবা ধরা); যা ঘুমরে মধ্যে মানুষেরে ওপর ভর করে।

ইবনে মানযুর বলেন:

الجُثَامُ (জুছাম) ও الجائِثُومُ (জাছুম): الكابُوسُ (কাবুস), যা মানুষেরে উপর চেপে বসে... ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষেরে ওপর যা পততি হয় সটোকে বলা হয় “الجائِثُومُ”। [লসিনুল আরব (১২/৮৩)]

তনি আরও বলেন:

الكابُوسُ (কাবুস): রাতরে বলোয় ঘুমন্ত ব্যক্তিরে ওপর যা পড়ে। বলা হয়: এটি খঁচুনি হওয়ার সূচনা। কোন কোন ভাষাবদি বলেন: আমার ধারণায় এটি আরবী নয়; বরং সটোকে বলা হয়: النَّيْدَانُ। আর তা হচ্চে- الباروكُ (বারুক) ও الجائِثُومُ (জাছুম)। [লসিনুল আরব (৬/১১০)]

দুই:

জাছুম কখনও শরীরেরে কোন অঙ্গগত বৈয়কি কারণে হতে পারে; যমেন কোন খাবার বা ঔষধেরে প্রভাবে। আবার কখনও জ্বনিরে প্রভাবে হতে পারে। প্রথমটির চকিৎসা শঙ্গিগা লাগানো, খারাপ রক্ত বরে করা, খাবার কম খাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টির চকিৎসা কুরআনে কারীম ও যকিরি-আযকারেরে মাধ্যমে।



ইবনে সিনা তাঁর চিকিৎসা গ্রন্থ “আল-ক্বানুন” এ বলেন:

“কাবুস পরচ্ছদে:

এটাকে “খানকেব” ও বলা হয়। আরবীতে কখনও কখনও “জাছুম” ও “নদিলান”ও বলা হয়।

এটি এমন এক রোগ যার কারণে মানুষ ঘুমের প্রবশেকালে অনুভব করে যে, ভারী কাল্পনিক কিছু তার উপরে পড়ছে। তাকে চাপ দিচ্ছে, তার নঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে। যার ফলে তার শব্দ আটকে যাচ্ছে, সে নড়াচড়া করতে পারছে না। যেন সে শ্বাস আটকে মারা যাবে। যখন এই অবস্থা কটে যায় তখন আচমকা জগে ওঠে। এটি তিনটি রোগের সূচনা: খঁচুনি, স্ট্রোক করা কথিবা ম্যানিয়া; যদি এটি বিভিন্ন পদার্থের জট পাকানোগত কারণে হয় এবং কোন অবশেষিক কারণে না হয়।”[সমাপ্ত]

একই ধরণের কথা আধুনিক ডাক্তারেরাও বলেন। ড. হাসসান শামছা পাশা কাবুসকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: অস্থায়ী কাবুস ও পুনরাবৃত্তমূলক কাবুস। প্রথম প্রকারটি বশেষিক কারণে ঘটে। আর দ্বিতীয়টি জ্বনিরে প্রভাবে ঘটে।

তনি তাঁর “আন-নাওম ওয়াল আরাক্ব ওয়াল আহলাম” গ্রন্থে বলেন:

১। অস্থায়ী কাবুস:

দুটো কারণে ঘটে থাকে:

ক. ঘুমের প্রবশেকালে শ্বাসনালীতে কিছু বাষ্প জমে সটো মস্তস্কিরে দকি উঠতে থাকা কথিবা মস্তস্কিক থেকে বাষ্প এক ধাপে নীচে নামা। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির নড়াচড়া ও কথা বলায় ভারী অনুভূত হয় কথিবা ভয় অনুভূত হয়। এটি স্নায়ুবিক খঁচুনি সূচনা। আবার কখনও মানসিক প্রসোরের কারণেও ঘটতে পারে।

খ. কিছু কিছু ঔষধ সবেনরে কারণেও কাবুস ঘটতে পারে। সগেুলো হচ্ছ:

(i) Arazrabine

(ii) Beta blockers

(iii) Lifod B

(iv) Antidepressants

(v) valium এর মত অস্থরিতা দূরকারী ঔষধ খাওয়া হঠাৎ বন্ধ করার পর।



২। পুনরাবৃত্তমূলক কাবুস: এ ধরণের কাবুস প্রমাণ করে যে, মানুষের ওপর দুষ্টি আত্মাগুলো আছর করছে এবং মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে।”[সমাপ্ত]

সারকথা: জাছুম-ই হলো কাবুস। এটি কুসংস্কার বা রূপকথা নয়। বরং এটি বাস্তব সত্য। এটি বৈৈয়কি কারণে ঘটতে পারে। আবার জ্বনিরে প্রভাবেও ঘটতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।